Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/19/2026 4:09 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৬ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। বৃহস্পতিবার ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৬২ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/19/2026 4:09 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৬ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। বৃহস্পতিবার ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৬২ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে বিজেপি! মার্চের শেষে আমূল বদলে যাবে রাজ্যসভার অঙ্ক

রমজানের চাঁদায় জঙ্গিদের সাহায্য! জম্মু-কাশ্মীরে আবার অভিযানে নামল যৌথ বাহিনী

ট্রাম্পের চোখরাঙানি ফেল! আগের মতোই রাশিয়া থেকে তেল কিনছে ভারত, স্পষ্ট ঘোষণা মস্কোর

সপ্তাহান্তেই বঙ্গে চড়ছে পারদ

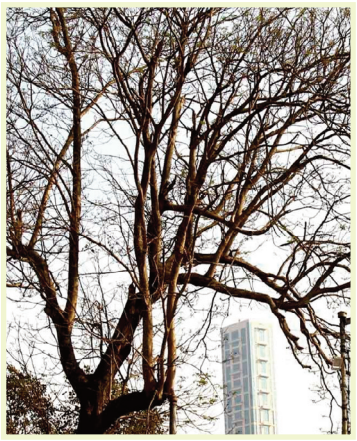

নয়া জামানা, কলকাতা বঙ্গে শীতের আমেজ কাটিয়ে এবার দাপট দেখাতে শুরু করেছে রোদ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি সপ্তাহান্তেই দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা উল্লেখনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ থেকে ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পৌঁছে যেতে পারে, আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রির গণ্ডি ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে দিনের বেলা শীতের আমেজ কার্যত উধাও হয়ে বসন্তের উষ্ণতা অনুভূত হবে।হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিনে দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে। শুক্রবার থেকে রবিবারের মধ্যে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে পারদ ১৯ থেকে ২০ ডিগ্রির ঘরে থাকবে। উপকূলীয় জেলাগুলোতে এই তাপমাত্রা ১৮ থেকে ২০ ডিগ্রি এবং পশ্চিমের জেলাগুলোতে ১৫ থেকে ১৮ ডিগ্রির মধ্যে থাকার সম্ভাবনা। যদিও রাতের তাপমাত্রা জেলাভেদে স্বাভাবিকের চেয়ে ১-২ ডিগ্রি নিচে থাকায় ভোর ও রাতে সামান্য শিরশিরানি বজায় থাকবে। তবে সামগ্রিকভাবে আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে।আজ, বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। দিনের বেলা আকাশ পরিষ্কার ও শুষ্ক থাকলেও রোদের তেজ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। আপাতত বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, ভোরের দিকে হালকা শীতের অনুভূতি থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরম বাড়তে শুরু করবে।দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা বৃদ্ধির ইঙ্গিত মিলেছে। শিলিগুড়ি, মালদহ ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলোতে তাপমাত্রা ১৭ থেকে ১৯ ডিগ্রির ঘরে থাকবে। তবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে বিশেষ করে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সতর্কতা বজায় রয়েছে। সেখানেও সপ্তাহান্তে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ উভয় তাপমাত্রাই ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার সম্ভাবনা।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা

ইরান হামলায় ট্রাম্পের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় মার্কিন বাহিনী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে ফের ঘনীভূত হচ্ছে যুদ্ধের কালো মেঘ। চলতি সপ্তাহেই ইরানে হামলা চালাতে পারে আমেরিকা এমনটাই দাবি করেছে মার্কিন সংবাদ মাধ্যমগুলো। পেন্টাগন যুদ্ধের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও নেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর একটি সবুজ সংকেত বা নির্দেশের ওপরই নির্ভর করছে দুই দেশের সামরিক সংঘাতের ভবিষ্যৎ। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, মার্কিন সেনাবাহিনী ইতিমধ্যেই হোয়াইট হাউসকে জানিয়েছে যে তারা সপ্তাহান্তে ইরানে হামলা চালানোর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। উচ্চপদস্থ এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। তবে চলতি সপ্তাহেই তিনি চূড়ান্ত কোনও সামরিক অভিযানের নির্দেশ দেবেন কি না, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। মূলত পরমাণু চুক্তি নিয়ে দুই দেশের দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন এখন যুদ্ধের প্রান্তে এসে ঠেকেছে। ট্রাম্পের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি ইরান চুক্তিতে সম্মত না হলে যুদ্ধই হবে একমাত্র পথ।ফ্লাইট ট্র্যাকিং ডেটা এবং গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, গত ৪৮ ঘণ্টায় মার্কিন সামরিক তৎপরতা বহুগুণ বেড়েছে। এফ-১৬, এফ-২২ এবং এফ-৩৫-এর মতো অত্যাধুনিক ঘাতক যুদ্ধবিমান মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ঘাঁটিতে মোতায়েন করা হয়েছে। লম্বা সময় আকাশে ওড়ার জন্য সাথে নেওয়া হয়েছে জ্বালানি ভরার ট্যাঙ্কার বিমানও। আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে দ্রুত গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড। এর সাথে রয়েছে ৩টি শক্তিশালী গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার;ইউএসএস মাহান, ইউএসএস বেইনব্রিজ এবং ইউএসএস উইনস্টন চার্চিল।এর আগেই ওই অঞ্চলে মোতায়েন রয়েছে বিমানবাহী রণতরী আব্রাহাম লিঙ্কন।

রামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে প্রধানমন্ত্রীর স্বামী সম্বোধন, স্তম্ভিত মমতা

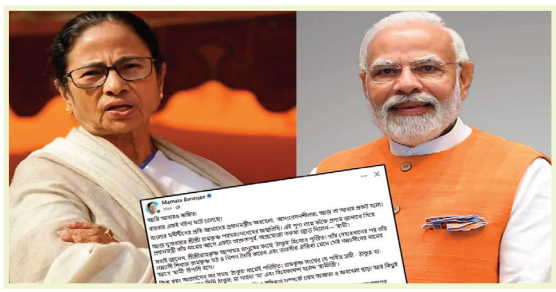

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথিতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ব্যবহৃত একটি বিশেষ শব্দ ঘিরে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে দেওয়া একটি দীর্ঘ পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বাংলার মহান মনীষীদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বারবার ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন।মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া শ্রদ্ধার্ঘ্যে রামকৃষ্ণদেবের নামের আগে স্বামী উপাধি ব্যবহার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানান, ঐতিহাসিক ও প্রথাগত দিক থেকে এই সম্বোধন সম্পূর্ণ অনুচিত। তিনি লেখেন, আজ আবারও স্তম্ভিত হলাম। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বাংলার মহান ব্যক্তিত্বদের ক্ষেত্রে ফের সাংস্কৃতিক অসংবেদনশীলতা দেখালেন।মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আপামর মানুষের কাছে ঠাকুর হিসেবেই সর্বজনবিদিত। তিনি আরও মনে করিয়ে দেন যে, রামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পর তাঁর শিষ্যরা যখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন গড়ে তোলেন, তখন ভারতীয় পরম্পরা মেনে সেই সন্ন্যাসী শিষ্যদের নামের আগে স্বামী উপাধি যুক্ত করা হয়। কিন্তু গুরু নিজে অর্থাৎ আচার্য দেব চিরকাল ঠাকুর হিসেবেই পূজিত ও পরিচিত।বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আবেগকে গুরুত্ব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ পরম্পরার সেই অমোঘ পবিত্র ত্রয়ীর কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, এই ধারায় তিনজন স্তম্ভ হলেন,ঠাকুর (শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব),মা (সারদা দেবী), স্বামীজি (স্বামী বিবেকানন্দ)।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এই প্রতিষ্ঠিত পরম্পরাকে লঙ্ঘন করা বাংলার রেনেসাঁ ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের অবমাননা।

অনিয়মের অভিযোগে বন্ধ রাস্তার কাজ

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ ক্রান্তি ব্লক,এর চেংমাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পথশ্রী,রাস্তাশ্রী প্রকল্পের আওতায় রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের কাজ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তুলে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা নির্মাণ কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কয়েকদিন আগে প্রকল্প সংক্রান্ত একটি বোর্ড এলাকায় টাঙানো হয়। সেখানে উল্লেখ ছিল, প্রায় ৪.৮৫ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হবে এবং তার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১, ৯৬,৪৩,৩৫৫ টাকা। বোর্ডে প্রকল্পের নাম, দৈর্ঘ্য ও ব্যয়ের পরিমাণ স্পষ্টভাবে লেখা থাকলেও বাস্তবে কাজের অগ্রগতি ও মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা।গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নির্ধারিত দূরত্বের তুলনায় রাস্তার দৈর্ঘ্য কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নির্মাণকাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও তাঁদের দাবি। কয়েকজন বাসিন্দা জানান, রাস্তার পুরুত্ব এবং মাটির বেড প্রস্তুতির কাজ ঠিকমতো হয়নি। ফলে ভবিষ্যতে রাস্তা টেকসই হবে কি না, তা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে।

এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, বোর্ডে এক কথা লেখা, কিন্তু বাস্তবে অন্য কাজ হচ্ছে। আমরা চাই সঠিকভাবে মাপজোক করে নির্ধারিত দৈর্ঘ্য অনুযায়ী কাজ হোক।আরেকজন বলেন, সরকারি প্রকল্পে এত বড় অঙ্কের টাকা বরাদ্দ হলে কাজের মানও সেই অনুযায়ী হওয়া উচিত।এই পরিস্থিতিতে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন এবং দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি তোলেন। তাঁদের দাবি, প্রকল্পের পুরো কাজের স্বচ্ছ তদন্ত হোক এবং সঠিক পরিমাপ ও মান বজায় রেখে পুনরায় কাজ শুরু করা হোক।এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্মাণকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, অভিযোগের বিষয়ে তাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলেও আশ্বাস দেন। অন্যদিকে, চেংমাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আব্দুল সামাদের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। গ্রামবাসীদের দাবি, তদন্তের মাধ্যমে প্রকল্পের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের অভিযোগ না ওঠে, সে বিষয়ে প্রশাসনকে কড়া নজরদারি করতে হবে। এখন প্রশাসনের পদক্ষেপের দিকেই তাকিয়ে স্থানীয় মানুষ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/19/2026 4:09 PM Page 3

মহিলাদের ওপর অত্যাচার আর অপরাধ নয়

ঘোষণা তালিবানের

নয়া জামানা ডেক্স ঃ গার্হস্থ্য হিংসাও এবার আইনের আওতায়। এবার গার্হস্থ্য হিংসাকে আইনত বৈধ বলে ঘোষণা করল তালিবান। আফগান ভূমে গৃহবধূদের এবার থেকে যথেচ্ছভাবে অত্যাচার করা যাবে।

স্ত্রীকে যত খুশি পেটালেও, একটি ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। স্ত্রীকে পেটালেও, তাঁদের হাড় ভাঙা যাবে না। এটিই নতুন আইনের একটিমাত্র শর্ত।আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, জানুয়ারিতেই ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড ফর কোর্টস চালু করেছে তালিবান। গতকাল বুধবার জানা গেছে, এই আইনে গার্হস্থ্য হিংসাকেও বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।'রাওয়াদারি' নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন তালিবানি ফৌজদারি আইনটি সম্প্রতি ফাঁস করেছে।

যেখানে স্ত্রীর ওপর নির্মম নির্যাতন আর গুরুতর অপরাধ নয় বলেই উল্লেখ করা হয়েছে ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড ফর কোর্টস-এ সাফ জানানো হয়েছে, স্ত্রীকে শাসন করতে পারেন স্বামী। মারধর করার অনুমতিও রয়েছে। সেটি শাস্তির আওতায় পড়বে না। কিন্তু মারধরের জেরে হাড়গোড় যেন না ভাঙে।২০০৯ সালে আফগানিস্তানে মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্মূল আইন চালু হয়েছিল। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাই এই পদক্ষেপ করেছিলেন। চলতি বছরে জানুয়ারি মাসে সেই আইন তুলে দিল তালিবান। তাদের শাসনকালে মহিলাদের ওপর অত্যাচার, গার্হস্থ্য হিংসাও আর অপরাধ নয়।নতুন আইন অনুযায়ী, মারধরের জেরে স্ত্রীর হাড় ভাঙলে, রক্তপাত হলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। এর জন্য ১৫ দিনের জেলের সাজা দেওয়া হয়েছে। এমনকী আদালতে স্ত্রীকে নির্যাতনের প্রমাণ দিতে হবে। তবে মহিলারা একা আদালতে যেতে পারবেন না। আফগানিস্তানে মহিলাদের একা বাইরে বেরোনোর অনুমতি নেই। স্বামীকে নিয়েই আদালতে গিয়ে নির্যাতন প্রমাণ করতে হবে।নতুন আইন অনুযায়ী, বিবাহিত মহিলারা যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাপের বাড়ি, আত্মীয়দের কাছে যান, সেক্ষেত্রে তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হবে।

পোড়া জামা বিক্রি হচ্ছে এক লাখে !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পোড়া, দাগ লাগা, ছেঁড়া জামার জায়গা হয় আর্বজনার স্তূপে। সামান্য খাবারের দাগ লাগলেই, সেটি আর কেউ গায়ে চাপান না। কিন্তু গরম ইস্ত্রির ছ্যাঁকা দেওয়া জামাও এবার বিক্রি হচ্ছে দোকানে। তাও আবার বিলাসবহুল এক ব্র্যান্ড সেই জামা বিক্রি করছে লাখ টাকা দামে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, ভেটমেন্টস একটি বিলাসবহুল ব্র্যান্ড ২০১৪ সালে জর্জিয়ান ডিজাইনার ডেমনা গভাসালিয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এটি। সেই জামাকাপড়ের ব্র্যান্ড এবার গরম ইস্ত্রির ছ্যাঁকা দেওয়া পোড়া জামা বিক্রি করছে। তাও আবার এক লক্ষ টাকা দামে। সম্প্রতি সেই পোড়া জামার ছবিটি ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা দেখার পর নেটিজেনদের চোখ ছানাবড়া। ভেটমেন্টস ব্র্যান্ডের সমালোচনা করতেও পিছপা হননি কেউ। একটি সাদা জামার বুক পকেটেই রয়েছে ইস্ত্রির ছ্যাঁকা দেওয়া পোড়া দাগ। সাধারণত দীর্ঘক্ষণ কোনও জামায় গরম ইস্ত্রি রাখা থাকলে, যেরকম পোড়া দাগ লেগে যায়। তেমনটাই দেখা গেছে ওই সাদা জামায়। পোড়া দাগ দেওয়া জামাটির ডিজাইনের নাম দেওয়া হয়েছে 'হোয়াইট আয়রনিং বার্ন গ্রাফিক ডিজাইন'। ওভারসাইজ জামাটিতে সেই পোড়া দাগকে ডিজাইন হিসেবে জানিয়েছে ওই ব্র্যান্ড। জামাটি বিক্রি হচ্ছে ভারতীয় মুদ্রায় এক লক্ষ টাকায়। সাধারণ সাদা শার্টের দামের তুলনায় যা কয়েকগুণ বেশি। ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পরেই কেউ কেউ মজার কমেন্ট করেছেন। একজন লিখেছেন, 'আমার মা ফ্রি-তে এমন জামা বানিয়ে দেবে।' আরেকজন লিখেছেন, 'বাড়ির পাশের ইস্ত্রির দোকানে হামেশাই এমন জামা পাওয়া যাবে।' এক তরুণী লিখেছেন, 'আমি আর বলব না, আমার স্বামীর জামা পুড়িয়ে দিয়েছে। এবার থেকে বলব, ওই জামাটি আমি কিনে এনেছি।' সমালোচনা করে একজন লিখেছেন, 'এটি ফ্যাশন নয়। ফ্যাশনের নামে যা ইচ্ছে চলতে পারে না।' আরেকজন লিখেছেন, 'ডিজাইন যাই হোক, দেখতে খুব খারাপ লাগছে।' এক যুবক লিখেছেন, 'ফ্রিতে এমন শার্ট বিক্রি করলেও কেনা উচিত নয়।' ধনী ব্যক্তিরা স্রেফ টাকা ওড়ানোর জন্য এমন শার্ট বেছে নেবেন বলেও কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন।

ভালবাসা জীবনে কতবার আসে ?

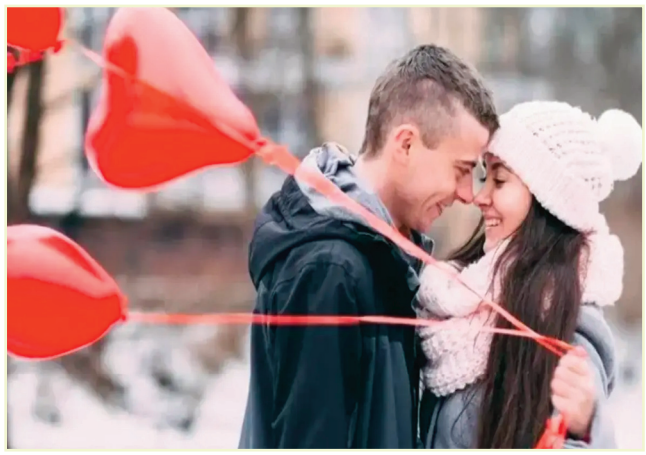

নয়া জামানা ডেক্স ঃ জীবনে কতবার সত্যিকারের প্রেম হয়? এই প্রশ্ন প্রায় সকলের মনেই একবার না একবার আসে। সিনেমা, গান বা গল্পে আমরা প্রায়ই শুনি, 'সত্যিকারের প্রেম জীবনে একবারই হয়।' কিন্তু বাস্তব জীবন কি সত্যিই তেমন? সম্প্রতি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এক নতুন গবেষণা করা হয়েছে, আর সেই গবেষণার ফল অনেককেই অবাক করতে পারে। এই গবেষণা চালানো হয়েছে কিনসে ইনস্টিটিউট-এর উদ্যোগে। বিভিন্ন বয়সের হাজার হাজার মানুষের উপর সমীক্ষা চালিয়ে গবেষকরা জানতে চেয়েছেন, জীবনে কতবার মানুষ গভীর, আবেগপূর্ণ বা 'সত্যিকারের' প্রেমে পড়েন।গবেষণার ফল বলছে, গড়ে একজন মানুষ জীবনে প্রায় দু'বার গভীর প্রেমের অনুভূতি পান। অর্থাৎ বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে সত্যিকারের প্রেম একবারেই সীমাবদ্ধ থাকে না। কেউ একবার, কেউ দু'বার, আবার কেউ তিন বা চারবারও এমন প্রেম অনুভব করতে পারেন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রায় ১৪ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, তাঁরা জীবনে কখনও গভীর প্রেমে পড়েননি। প্রায় ২৮ শতাংশ মানুষ একবার প্রেমে পড়েছেন। সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন তাঁরা দু'বার গভীর প্রেম অনুভব করেছেন। আবার কিছু মানুষ তিনবার বা তারও বেশি বার প্রেমে পড়ার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন।গবেষকরা জানিয়েছেন, এখানে 'সত্যিকারের প্রেম' বলতে শুধু ভাল লাগা বা আকর্ষণ বোঝানো হয়নি। বরং এমন প্রেমের কথা বলা হয়েছে, যেখানে গভীর আবেগ, মানসিক টান, বিশ্বাস এবং কাউকে হারানোর ভয় কাজ করে। এই ধরনের প্রেমই মানুষের জীবনে বড় প্রভাব ফেলে।এই গবেষণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, প্রেমের সংখ্যা বয়স, লিঙ্গ বা জীবনযাত্রার ওপর খুব বেশি নির্ভর করে না। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে পড়ার সংখ্যা কিছুটা বাড়তে পারে কারণ জীবনের অভিজ্ঞতা ও সম্পর্কের সুযোগও বাড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সমাজে 'একটাই সত্যিকারের ভালবাসা'র ধারণা প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে মানুষ জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন মানসিক অবস্থায় আলাদা আলাদা মানুষের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন। এতে ভালবাসার মান কমে না, বরং প্রতিটি সম্পর্ক মানুষকে নতুন কিছু শেখায়।সব মিলিয়ে গবেষণাটি বলছে, জীবনে প্রেম একবারই হবে, এমন কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কারও জীবনে একবার, কারও জীবনে দু'বার বা তারও বেশি বার সত্যিকারের প্রেম আসতে পারে। আর সেটাই জীবনের স্বাভাবিক বাস্তবতা।

রাত ১০টা বাজলেই পাল্টে যাবে ট্রেনের অন্দরমহল

নয়া জামানা ডেক্স ঃ দূরের পথ পাড়ি দিতে অনেকেই রাতের ট্রেনে চড়তে ভালবাসেন। ট্রেনে উঠে কিছু সময় কাটানোর পর আরামে ঘুমিয়ে পড়া যায়। কিন্তু সেখান সমস্যা আছে। রাত বাড়তেই ট্রেনের টিকিট পরীক্ষক (টিটিই) এসে আপনার বৈধ টিকিট চাইতে আসেন। আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলেও টিকিট দেখাতে আপনি বাধ্য। কিন্তু রেলের নিয়ম বলছে অন্য কথা। রেলের নিয়ম অনুযায়ী, রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টার মধ্যে টিটিইরা ঘুমন্ত যাত্রীদের টিকিট দেখানোর জন্য হয়রানি করতে পারবেন না। এই নিয়ম স্লিপার এবং এসি উভয় কোচের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।ভারতীয় রেল দেশের অন্যতম বৃহৎ পরিবহন ব্যবস্থা। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী ভারতীয় রেলপথে ভ্রমণ করেন। রাতের বেলায় যাত্রীদের আরামের দিকটি খেয়াল রাখতে রেলও কিছু বিশেষ নিয়ম চালু করেছে। আপনি যদি রাতে ট্রেনে ভ্রমণ করেন, তাহলে আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করতে এবং যে কোনও অসুবিধা এড়াতে এই নিয়মগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা গুরুত্বপূর্ণ। রেলের নিয়ম অনুযায়ী, রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টার মধ্যে, টিটিই ঘুমন্ত যাত্রীদের টিকিট দেখানোর জন্য হয়রানি করতে পারবেন না। এই নিয়ম স্লিপার এবং এসি উভয় কোচের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাতে যাত্রীদের ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। তবে, রাত ১০টার পরে ট্রেনে ওঠা যাত্রীদের টিটিই টিকিট চেক করতে পারেন।

যদি কোনও আধিকারিক বারবার কারণ ছাড়াই যাত্রীদের হয়রানি করেন, তাহলে যাত্রীরা হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯-এ অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।রাতে ট্রেনে নীরবতা বজায় রাখা অপরিহার্য। জোরে কথা বলা, মোবাইল ফোনে লাউডস্পিকার ব্যবহার করা অথবা হেডফোন ছাড়া গান শোনা আইন লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি কোনও যাত্রীর আচরণ অন্য যাত্রীদের বিরক্ত করে তবে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/19/2026 4:09 PM Page 4

বামেদের আসন জট অব্যাহত !

আসন রফা নিয়ে শরিকি বিবাদ তুঙ্গে

নয়া জামানা , কলকাতা ঃ বামফ্রন্টের আসন সমঝোতা নিয়ে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে আয়োজিত এদিনের বৈঠক ফলপ্রসূ হল না। সিপিএম আশা করেছিল এই বৈঠকেই শরিকদের সঙ্গে আসন রফা চূড়ান্ত হবে, কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপিআই ও আরএসপির অনড় মনোভাবে জট রয়েই গেল। বিশেষ করে ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরএসপির সঙ্গে সিপিএমের সংখ্যাতত্ত্বের লড়াই এখন বাম শিবিরের মাথাব্যথার বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, ফরওয়ার্ড ব্লক ২৩টি আসনের দাবিতে অনড় থাকলেও সিপিএম তাদের ১৮টির বেশি আসন ছাড়তে নারাজ। অন্যদিকে, আরএসপি ২৩টি আসন থেকে নেমে ১৯টিতে এলেও সিপিএম তাদের ১৫টির বেশি আসন দিতে চাইছে না। সিপিআই ১৮টি আসন দাবি করেছে। যদিও দলের তরফে জানানো হয়েছে আলোচনা অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে হয়েছে। তবে জট শুধু ফ্রন্টের অন্দরেই নয়, শরিকদের দাবি করা বেশ কিছু আসনে সিপিএম এবং আইএসএফ-ও নিজেদের প্রার্থী দিতে চাইছে।আসন রফার ক্ষেত্রে বড় কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে আইএসএফ । ফরওয়ার্ড ব্লক শুরু থেকেই আইএসএফ-এর সঙ্গে কোনও রকম জোটের ঘোর বিরোধী। এর পাশাপাশি সমাজবাদী পার্টিও বামফ্রন্টের কাছে আসন দাবি করেছে, যা ফ্রন্টের বাকি শরিকরা

সহজভাবে নিতে পারছে না। ফলে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উভয় স্তরেই মতবিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।এদিন বিকেলের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, নরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর দেব এবং তপন হোড়ের মতো শীর্ষ নেতৃত্ব। ২০ তারিখ ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির বৈঠক রয়েছে, যেখানে তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। এরপর আবারও শরিকদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসবে সিপিএম।রাজনৈতিক মহলের মতে, শরিকদের এই অনড় অবস্থান এবং আইএসএফ-কে নিয়ে অস্বস্তি বামফ্রন্টের একতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাটি পাচার রুখতে

গ্রামবাসীদের পথ অবরোধ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদনঘাট থানার অন্তর্গত গোলারহাট পিটতলা এলাকায় গত এক মাস ধরে পুকুর কেটে অবৈধভাবে মাটি পাচারের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, প্রশাসনের নাকের ডগায় প্রকাশ্যে চলছে এই অবৈধ ব্যবসা, যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গ্রামীণ রাস্তা, পরিবেশ এবং সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা।বৃহস্পতিবার সকালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, প্রতিদিনের মতো এদিনও মাটি বোঝাই ট্রাক্টর এলাকায় ঢুকলে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা ট্রাক্টর আটকিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ জানানো হলেও কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পরে অভিযুক্ত ট্রাক্টরগুলি সেখান থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দা সনাতন সূত্রধর বলেন, প্রায় এক মাস ধরে সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত লাগাতার ট্রাক্টর চলাচল করছে। পুকুর কেটে মাটি তোলা হচ্ছে এবং তা অন্যত্র পাচার করা হচ্ছে। এর ফলে আমাদের এলাকার রাস্তা ভেঙে যাচ্ছে, ধুলোয় ভরে থাকছে চারপাশ। ছাত্র-ছাত্রীরা ঠিকমতো স্কুলে যেতে পারছে না।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এবং পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে নির্মিত গুরুত্বপূর্ণ এই গ্রামীণ সড়ক ভারী ট্রাক্টর চলাচলের ফলে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন।বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, অবৈধ মাটি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের এই কাজ বন্ধ করতে বললে তারা দাবি করে যে, মন্ত্রী, বিধায়ক এমনকি বিএলআরও দপ্তরেও তাঁদের কথা বলা আছে, তাই এই কাজ বন্ধ হবে না। এমনই দাবি করেছেন এলাকাবাসীর একাংশ, অবৈধ মাটি তোলার ফলে পুকুর ও জমির প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, ভবিষ্যতে বর্ষাকালে জল জমা ও ভূমিধসের আশঙ্কাও তৈরি হতে পারে। সেই সঙ্গে গ্রামীণ অবকাঠামোর উপরও পড়ছে বিরূপপ্রভাব।গ্রামবাসীদের দাবি, অবিলম্বে প্রশাসন ঘটনায় হস্তক্ষেপ করে অবৈধ মাটি পাচার বন্ধ করুক এবং ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। প্রয়োজনে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিএলও-র মৃত্যু

নয়া জামানা, মালদহ ঃ কালিয়াচকের সুজাপুরে আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বুথ লেভেল অফিসারের মৃত্যু। প্রথমবার হেয়ারিং এর পরেও নিজের নাম দ্বিতীয়বার 'অবজারভেশন' তালিকায় ওঠে ওই বিএল ও-র। নতুন করে তথ্য যাচাইয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়। একইসঙ্গে তাঁর বুথের আরও ৪৪ জনের নাম আসে কমিশনের অবজারভেশন তালিকায়। এরপরেই মানসিক চাপে পড়ে যান তিনি। সুজাপুর বিধানসভার ১৪৪ নম্বর বুথের বিএলও আনিকুল আলমের(৫৪) মৃত্যুতে ক্ষোভ পরিবারের। মালদহের কালিয়াচক হাইস্কুলের ভূগোল বিভাগের শিক্ষক আনিকুল। এবার এস আই আর-এর কাজে বিএলও হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। পরিবার ও প্রতিবেশীদের দাবি, বুথে অনেকের নাম কমিশনের নতুন অবজারভেশন তালিকায় রয়েছে জানার পরেই মানসিক চাপ অনুভব করেন তিনি। গতকাল সকালেও একবার ডাক্তার দেখানো হয়।

সেই সময় চিকিৎসক তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দেন। কিন্তু, এরপরেও এস আর সংক্রান্ত কাজের জন্য দুপুরে বিডিও

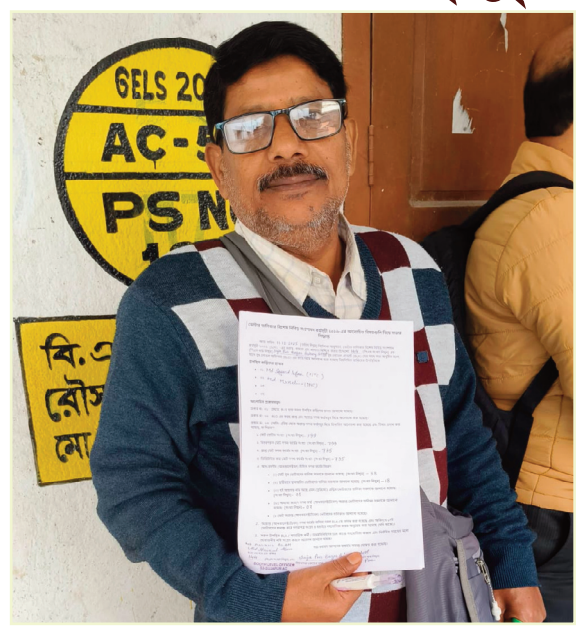

অফিসে যান তিনি। সেখান থেকে ফিরে এসে রাতে অসুস্থতা বোধ করেন। কালিয়াচকের বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় অসুস্থ আনিকুলকে। আজ সকাল ৯ টা নাগাদ সেখানে মৃত্যু হয় তাঁর।এই ঘটনার পর এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজকর্ম নিয়ে সরব হয়েছে মৃতের পরিবার।

তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের স্কুল শিক্ষক। নিজে বি এল ও হিসেবে কাজ করছেন। অথচ, তাঁর এবং পরিবারের সদস্যদের নামেই নোটিশ পাঠিয়েছে কমিশন। প্রথমবার তাঁর, স্ত্রীর, এবং ছেলের নামে হেয়ারিং এর নোটিশ আসে।পরিবারের আরও দাবি, একে কাজের মাত্রাতিরিক্ত চাপ। তারওপর

বারবার নতুন লোকজনের নামে নোটিশ। এসবের জবাবদিহি করা, শেষে নিজের নামেও অবজারভেশন তালিকায় দেখে তিনি মানসিক চাপ অনুভব করেন।

অসুস্থ হওয়ার পেছনে মানসিক চাপ কাজ করেছে বলে দাবি পরিবারের।

সংবাদ নয়া জামানা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা ও মহকুমা থেকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৮৯২৭৭৮৮১০৪

Naya Jamana Evening Edition..........9 October....adddddddd..._Layout 1 2/19/2026 4:09 PM Page 5

জনতার ভরসা রেখা

দিলদার আলি ।। নয়া জামানা ।। কুশমণ্ডি

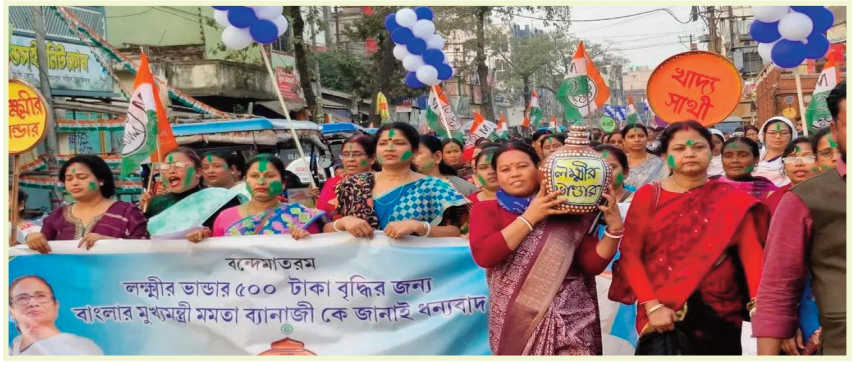

উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক গ্রাম থেকে উঠে আসা এক সাধারণ মেয়ের অসাধারণ হয়ে ওঠার গল্প-এই গল্প শুধুই রাজনীতির নয় এটি সংগ্রামের,দায়িত্ববোধের, আর মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক নিরলস অঙ্গীকারের গল্প। সেই গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন রেখা রায়। বয়স এখনও চল্লিশের কোটায় পৌঁছায়নি, অথচ অভিজ্ঞতা আর নেতৃত্বে তিনি অনেক প্রবীণ রাজনীতিককেও টেক্কা দিতে পারেন।

এলাকার মানুষ তাঁকে শুধুই জনপ্রতিনিধি বলে না, তাঁরা বলেন;'আমাদের ঘরের মেয়ে' ।রাজনীতিতে তাঁর পরিচয় যতটা, মানুষের মনে তাঁর জায়গা তার চেয়েও বড়। মাঠে-ময়দানে, বিপদে-আপদে, দরিদ্রের ঘরে কিংবা প্রতিবন্ধীর পাশে-সব জায়গায় একটাই মুখ দেখা যায়, রেখা রায়। তাই কুশমণ্ডি থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর;সব জায়গাতেই তাঁর নাম উচ্চারিত হয় ভরসা আর বিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে।

শেকড়ের টানেই গড়ে ওঠা মানুষ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কসবা ও সঙ্গে ন্যষরামপুরের মাটিতেই রেখা রায়ের জন্ম ও বেড়ে ওঠা। গ্রামীণ পরিবেশে বড় হওয়া মেয়েটি ছোটবেলা থেকেই দেখে ছেন দারিদ্র্য, কষ্ট, বঞ্চনা। পাশের বাড়ির অসুস্থ বৃদ্ধা, স্কুলে যেতে না পারা শিশু, বন্যায় ভেসে যাওয়া কৃষকের কান্না-এসব দৃশ্য তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল ।তাই খুব অল্প বয়স থেকেই মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক অদ্ভুত তাগিদ কাজ করত তাঁর মধ্যে। পড়াশোনায় তিনি উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হলেও জীবনের বড় শিক্ষা পেয়েছেন বাস্তবের মাটিতে। সংসারের দায়িত্ব, সংগ্রাম আর সমাজের সমস্যা;সবকিছুর মধ্য দিয়েই তৈরি হয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্ব ।আজকের এই অবস্থানে পৌঁছেও তিনি ভুলে যাননি নিজের অতীত। বরং সেই অতীতই তাঁকে আরও সংবেদনশীল করেছে।

রাজনীতিতে প্রথম পা ঃ সাহসী সূচনা

২০০৪ সাল, তখনও রাজনীতির মঞ্চে তিনি পরিচিত মুখ নন। কিন্তু সমাজের পরিবর্তন আনতে হলে সংগঠনের মধ্যে ঢুকতে হবে এই বিশ্বাস থেকেই তাঁর রাজনৈতিক পথচলা শুরু। মানুষের সেবা করার জন্য তিনি যুক্ত হন তৃণমূল কংগ্রেস-এর সঙ্গে।

২০০৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দেন ।শুরু হয় সংগঠন গড়ার লড়াই। ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলা,তাঁদের সমস্যার কথা শোনা, দলীয় কর্মীদের একত্র করা-এই কাজগুলোই ছিল তাঁর প্রথম দায়িত্ব ।একজন মহিলা হিসেবে রাজনৈতিক ময়দানে কাজ করা সহজ ছিল না। কটূক্তি, অবহেলা, উপেক্ষা-সবই সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি থামেননি। বরং প্রতিটি বাধাই তাঁকে আরও শক্ত করেছে।

ধাপে ধাপে নেতৃত্বের উত্থান

রেখা রায়ের রাজনৈতিক জীবন একদিনে তৈরি হয়নি। ধাপে ধাপে নিজেকে প্রমাণ করে তিনি উঠে এসেছেন ।দেউল অঞ্চলের মহিলা নেত্রী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন, গ্রামের উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাই মহিলাদের সংগঠিত করাই হয়ে ওঠে তাঁর প্রথম লক্ষ্য ।পরে ব্লক মহিলা কমিটিতে দায়িত্ব পেয়ে তিনি আরও বড় পরিসরে কাজের সুযোগ পান। নারীর নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা-এসব বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে শুরু করেন।২০১৩ সালে জেলা পরিষদ নির্বাচনে লড়াই করে তিনি নিজের রাজনৈতিক ভিত্তি শক্ত করেন। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে লড়াই করেন। ফলাফল তাঁর পক্ষে না এলেও প্রায় ৩২০০ ভোটে পরাজিত হন ।হারের পর অনেকেই পিছিয়ে যান। কিন্তু রেখা রায় আরও জোরে মাঠে নামেন। কারণ তাঁর কাছে রাজনীতি মানে কেবল জয়-পরাজয়ের খেলা নয়, মানুষের পাশে থাকার দায়িত্ব।

সংগঠনের মেরুদণ্ড

২০১৬ থেকে ২০২৩-এই দীর্ঘ সময় কুশমণ্ডি ব্লক সভাপতির দায়িত্ব সামলানো সহজ কথা নয়। কিন্তু তিনি প্রমাণ করেছেন নেতৃত্ব কাকে বলে ।প্রতিদিন কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক, সমস্যা সমাধান, নতুন পরিকল্পনা সবকিছুতেই তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি ছিল।

তিনি বিশ্বাস করেন, নেতৃত্ব মানে আদেশ দেওয়া নয় বরং সবার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা ।তাঁর কাজের ধরন ছিল আলাদা। তিনি অফিসে বসে নির্দেশ দেন না,সরাসরি মানুষের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেন। ফলে সাধারণ মানুষও তাঁর কাছে সহজে নিজেদের কথা বলতে পারেন।

জয়ের পথচলা

২০২১ সালের নির্বাচন ছিল তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম, মানুষের আস্থা সব মিলিয়ে তিনি প্রায় ১২,৫০০ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন ।এই জয় ছিল শুধু একজন প্রার্থীর জয় নয়, এটি ছিল সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের জয়।

সেই সময় রাজ্যজুড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উন্নয়নমূলক কর্মসূচি পৌঁছে দিতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নেন ।জয়ের পরেও তাঁর আচরণে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তিনি আগের মতোই সাধারণ রয়ে গেছেন।

মানুষের রাজনীতি ঃ তাঁর দর্শন

রেখা রায়ের কাছে রাজনীতি মানে ক্ষমতার চেয়ারে বসা নয়। তাঁর কাছে রাজনীতি মানে মানুষের পাশে থাকা ।তিনি মনে করেন,মানুষের আস্থা হারালে কোনো পদই মূল্যহীন ।তাই তিনি নিয়মিত নিচুতলার কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। মহিলাদের নিয়ে সংগঠন গড়েন। যুবকদের কাজে যুক্ত করেন। প্রতিটি সরকারি প্রকল্প যাতে সঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছায়, তা নিজে তদারকি করেন।

সমাজসেবায় অনন্য উদ্যোগ

রেখা রায়ের কাজের প্রকৃত মূল্য বোঝা যায় মাঠে নামলে ।প্রতিবন্ধীদের জন্য হুইলচেয়ার দেওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এসব তিনি নিয়মিত করেন। অনাথ ও দুস্থ শিশুদের স্কুলে ভর্তি করানো, বই-খাতা পৌঁছে দেওয়া এসব কাজও তাঁর দৈনন্দিন দায়িত্বের অংশ ।পরিযায়ী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় তিনি প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তাঁদের রেশন, পরিচয়পত্র, স্বাস্থ্যসুবিধা সবকিছু নিশ্চিত করতে লড়াই করেন ।মানুষের ঘরে ঘরে তাঁর উপস্থিতিই প্রমাণ করে তিনি শুধু নেতা নন-তিনি অভিভাবক।

উন্নয়নের ছাপ

তাঁর নেতৃত্বে এলাকায় দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে ।গ্রামে তৈরি হয়েছে আধুনিক কমিউনিটি হল ।বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছেছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

হাইমাস্ট লাইটে আলোকিত হয়েছে অন্ধকার গ্রাম।১৫৭টির বেশি কালভার্ট, নতুন রাস্তা, নদী ভাঙন রোধে বাঁধ এসব প্রকল্প মানুষের জীবন সহজ করেছে ।সবচেয়ে বড় উদ্যোগ;সবুজায়ন। হাজার হাজার চারাগাছ লাগিয়ে তিনি পরিবেশ রক্ষার বার্তাও দিয়েছেন।

নারীর শক্তিতাঁর মূল মন্ত্র

রেখা রায় বিশ্বাস করেন, নারী শক্তিশালী না হলে সমাজ এগোতে পারে না।

তাই তিনি মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়েছেন, প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখি য়েছেন ।আজ বহু মহিলা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সংসার চালাচ্ছেন-এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য।

ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব

তাঁর মধ্যে নেই কোনো অহংকার। তিনি সাধারণ পোশাকেই মানুষের মাঝে থাকেন। কারও সমস্যা শুনলে সঙ্গে সঙ্গে সমাধানের চেষ্টা করেন।

এই সহজ-সরল আচরণই তাঁকে আলাদা করেছে।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন

রেখা রায়ের স্বপ্ন আরও বড়। তিনি চান প্রতিটি গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হোক। কেউ যেন অভাবে না থাকে ।তিনি বলেন, মানুষের হাসিই আমার প্রাপ্তি। সংগ্রাম, সাহস, নিষ্ঠা আর মানুষের ভালোবাসা-এই চার স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে রেখা রায়েব

. রাজনৈতিক জীবন। তিনি প্রমাণ করেছেন সাধারণ পরিবার থেকেও অসাধারণ হয়ে ওঠা যায় যদি ইচ্ছাশক্তি আর মানুষের জন্য কাজ করার মন থাকে ।আজ কুশমণ্ডি থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর-সব জায়গায় একটাই নাম ভরসার প্রতীক-রেখা রায়। তিনি শুধু রাজনীতিবিদ নন, তিনি এক আলোকবর্তিকা,যিনি পথ দেখ ান-জনসেবাই আসল রাজনীতি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।